রাজনীতি-খেলোয়াড়দের আত্মকথন।

শাহাদাত হোসেন

মুক্ত-মনায় প্রকাশ : এপ্রিল ২৪, ২০০৫

আমি সম্রাজ্ঞী বেগম আকবর;
পে'য়ে শীহদ পতির বর,
বনে গেছি অধ পয়গাম্বর।
আমার সব আদেশ -
দলের সকলের তরে প্রত্যাদেশ;
বিনাপ্রশ্নেসব আদেশ নেয় তারা মেনে,
অন্যথায় তাদের ধবংশ অবধারিত, জেনে।
সদলবলে মক্কায় যাওয়া, প'রে ধর্মীয় সাজ
আমার প্রধানতম কাজ;
দিতে পারি না জনতাকে অন্ন শিক্ষা বস্ত্র,
তাই, নিশ্চিত ব্যবস্থা করি তাদের জন্যে বেহেস্ত।
ব্যাংগের ছাতা -সম মাসে মাসে -
করি উদ্ভোদন ভিত্তিপ্রস্তর,
চাহিদার ঘায়ে লেপে দিই সান্তনার আস্তর।
প্রসব করি বছরে বছরে দফা একুশ বাইশ,
এতে উন্নতি যাই হোক, সাধারণের মেটে খায়েশ।
আমি রাজনীতিক মহাবিশ্বের কেন্দ্র ,
আমাকে ঘিরে ঘুরে নিরন্তর -
দলের রাজনীতিক গ্রহ তারা চন্দ্র।
জনতার আবেগিক বিচারশুন্য মানসিকতা,
অমৃত সুধা সম মম ক্ষমতাকে দিয়েছে অমরতা।

আমি গুনবতী রাজকন্যা, হাসনাহেনা,
মোর পিতার রক্তে এ-বাংলাটা হয়েছে কেনা।
পিতা মোর ছিলো জনক মহাবিশ্বের,
রাজতান্ত্রিক নিয়মে -
তাই, আমিই বাংলার বৈধ অধিশ্বর।
আমার রাজবংশ যখন থাকে ক্ষমতায়,
তখনই কেবল বাংগলায় গণতন্তরক্ষা পায়।
কেবল আমারই নির্দেশের বলে,
বাংগালির শ্বাস প্রশ্বাস সুস্থভাবে চলে।
আমার রক্তচক্ষুর এক ঈশারার বলে,
রাজনীতিক চাচারা, স্বীয় মতামত,
বিসর্জন দেয় জলে।
আমারোও প্রধান কর্ম-
বাংগালিকে মক্কা থেকে এনে দেওয়া খাটি ধর্ম।
আমার ম্যানুফেষ্টুতে ওমরা এক নম্বর;
যেহেতুআমি বনতে চাই পরিপূর্ণ পয়গম্বর।

ক্ষমতায় গেলে আমার প্রধান কাজ হয়
পিতার নামের জিকির ব'য়ে দেয়া সারা জগতময়।
যখন থাকি বাইরে ক্ষমতার ,
তখন জনতা আমার , আমি জনতার;
যেই দখল করি রাজ সিংহাসন,
জনগণের কলিজার ওপর,
দলীয় রাজপুরুষদের করে দিই আসন।
বাইরে থাকলে থাকি জনতাবেষ্টিত
যখনই ক্ষমতার কেন্দ্রে যাই ,
জনতাকে খেতে দিই, কেবলই উচ্ছিষ্ট॥

আমি রাজপুত্র, আমার প্রধানতম গুন,
মোর শিরায় উপশিরায় বহে প্রাক্তন রাষ্টপতির নীল খুন।
আমার রাজবংশের আমিই হবু পতি,
আমার প্রভাবের উত্তাপেই দলীয় সিদ্ধান্ত পায় গতি।
প্রসাশনের কেন্দ্রবিন্দু আমার বায়ুগৃহ,
আমার সিদ্ধান্তের বাইরো কথা কয়না কেহ।
আমি অধিশ্বর বাংগলাদেশি জনতার,
প্রধান কর্ম- ক্ষমতার সিংহাসনে বসে আমার,
সারা দেশটাকে বানানো পিতার মাজার।

আমি স্বর্গীয় নিস্কাম নিস্পাপ দেবদূত,
প্রতি পঞ্চবর্ষে আমার ঘারেও চাপে রাজনীতির ভূত।
রাজনীতির মহাকাশের কেন্দ্রস্থলে,
নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহের চিতা জ্বলে-
আবহকে ক'রে তোলে বিষাক্ত;
তখন মম হস্তক্ষেপে জনতার বড়ই আসক্ত।
যেহেতুআমাকে স্পশ র্ক'রে নি কোন পাপে,
তাই মধ্যবর্তীর প্রধান বনে যাই এক ধাপে।
মধ্যবর্তীর কাজ সেরে ফেলে-
গণতন্ত্রের শুভ্র পদ্দটি বিজেতার হাতে দিয়ে তু'লে -
ফিরে যাই ধীরে,
নাতিশিতোষ- নিরপেক্ষ মহাকাশের নীড়ে।

আমি মুক্তিযুদ্ধা, ক'রে বিশ্বাস জাতির পিতে,
যুদ্ধের কালে কলকাতাতে,
করেছি প্রোমোদ সন্ধা প্রাতে।
কাফেরদের প্ররোচনায় পরে,
মুসলিম ভাইকে মারতে গিয়েছি তেড়ে,
গর্হিত একাত্তরে। তাই তা শুধরাাতে,
গত তিন দশকে, আন্তর বদল ঘটিয়েছি দিবা রাতে।
পাকিস্তানবাদে নিয়ে দীক্ষা,
চাটছি রাজাকারদের পদতল, মাগছি ক্ষমা ভিক্ষা।
আজ হয়েছে পাপমোচন আমার ,
আমি প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা, সমকালীন রাজাকার;
ক্রসব্রিডেড বাংগালি জাতির কাছে মোর ,

অক্ষুন্ন থাকে যারপরনাই সমাদর॥

আমি অবজেনারেল;
সেনানিপল্লীতে ছিল মোর ধাম,
রাজনীতির বাজারে তাই আমার চরা দাম।
বাংগালির অধিকারের সব দাবী, পিষে
ডান্ডার আঘাতে, কিংবা বুটের তলায়,
করতে পারি কবরস্তনিমেষে।
এমন প্রশিক্ষিত গুন্ডার আকাল
বাংগলার রাজনীতিমন্ডল উপলব্ধি করেছে চিরকাল;
আমি পেলে দায়িত্বস্বরাষ্টের,
বাংগালি পেতে পারে স্বাদ দন্ডিত জীবন বাসের।
তাই, দেখতে বাংগালির সুখস্বার্থ,
সবদল আমাকে টানাটানি করে সাথে দিয়ে অর্থ,
নির্বাচন করার তরে। জানে, জিতলে আমি
ঠান্ডা ক’রে দেবো প্রতিপক্ষ দলের ফাজলামী॥

আমি ডাক্তার, অধ্যাপক নাজি,
মানুষ মারার সরঞ্জামে ভ’রা মোর সাজি,
স্লো -পয়োজনে মেরে ফেলতে আছি রাজি,
চিররোগা বাঙ্গালি র
আত্মসম্মানবোধের স্নায়ুরাশি।
মহৌষধে করতে পারি চিরজীবি,
নেতা-নেত্রীর ক্ষমতার আয়ু;
তাই রাজনীতির চিকিৎসাবিদ্যালয়ে,
আমার চাহিদা পেয়েছে পরমায়ু॥

আমি দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার,
আইনে পেয়েছি ট্রিপল স্টার।
আমার সুক্ষ্মমস্তিষ্কের সামান্য কর্ষন,
করতে পারে সংবিধানকে মহা ধর্ষন।
বিরোধী দলকে পেচাতে পারি
আইনের কুটিল উদ্বারহীন জালে;
তাইতো রাজনীতিক চাহিদার অনির্বান শিখা
নিত্য আমার ঘরেই জ্বলে॥

আমি বুদ্ধিজীবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য
রাজনীতির পাঠশালায় তাই
আমার গুরুত্বসর্বাগ্রে বিচার্য।
আমিইতো নীতির পিতা,
নীতিকে হত্যা ক’রে নিমেষে,
জ্বালাতে পারি তার অগ্নিচিতা।
আমি জাতির বিবেকের কন্ঠস্বর,
আমিই পারি দলকে করিতে উজ্বল ভাস্মর।
তাই একান্তস্বার্থেই জাতির ভাবমুর্তির
সব দলই আমাকে দেয় পদটি রাষ্ট্রপতির॥

আমি সংখ্যালঘুদেরনেতা , শ্রী রবেশ্বর
আমার হাতেই করেছেন ন্যস্ত,
সংখ্যালঘুদের কল্যান সমস্ত, মহেশ্বর;
ঈশ্বরের শুভেচ্ছায়,
আমি সংখ্যালঘুর ভোট ব্যাংক,
আমার মুঠোধীন সংখ্যালঘুদের ঐক্যের গ্যাংগ
টলাতে পারে না তা, এমনকি মহাজাগতিক বিগ ব্যাংগ।
তাইতো এতো কদর আমার দলে,
সব দলই বুঝে, মন্ত্রীত্বপেলে ,
তবেই দলের সেবায় চিত্তমোর গলে॥

আমি সিভিল ব্যুরুক্র্যাট
আমার মস্তিষ্কে আছে বুদ্ধির -
তেত্রিশ কোটি স্ক্রু বলটু নাট।
যা-কিছুজমেছে মোর নানা অপকর্মের ফলে,
উজাড় ক'রে দিতে চাই মাননীয়ার তহবিলে।
মুর্খ মন্ত্রীদের ব'লে - স্যার স্যার!
চিত্ত মোর পুরে হয়ে গেছে ছাড়খার।
আমার কেবল একটি মাত্র সাধ -
মহামাননীয়ার হাত থেকে পেতে চাই মন্ত্রীত্তের পরসাদ।
তাছারা, দেশের ফাইল ধর্ষনে -
আমার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ আসনে;
বিশ্বব্যাংকের ঋণ আর সাহায্যের সব অর্থ,
ক'রে দিতে পারি দলীয় মন্ত্রীদের পকেটস্থ।
অবৈধকে বৈধ করার অমন কারিগর,
বাংলার রাজনীতির খেলামাঠে চিরকাল দরকার।
তাই, সবাই ভেরাতে চায় মোরে তাদের দলে
আমি থাকলেই তাদের অপকর্ম বৈধভাবে চলে॥

আমি গর্বিত ব্যাঙ্কার, বুঝি আমি যথার্থ,
চিরগরিব বাংগালির চিরকাঙ্খিত ধন, অর্থ,
তার ছোয়ায়, রাজনীতির সব দর্শনকে -
ক'রে দিতে পারি নিরর্থ;
কিনতে পারি সব আদর্শ, ভোট ব্যাংক ,
নারীর প্রেম, মায়ের সন্তান আর গুন্ডাদের গ্যাংগ;
রাজনীতির বেচাকেনার মাঠে, বুঝে এর গুরুত্ব,
সব দলের সদর দরজা আমার তরে সদা উম্মুক্ত॥

আমি ছাত্রনেতা মহাবীর,
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সাথে সাথে,
নর্দমায় ছুড়েছি গ্রন্থরাজি তীব্রপদাঘাতে।
লভিয়াছি ডক্টরেট সন্ত্রাসে,
মূহুর্তে কাপিয়ে দিতে পারি -
সারা দেশটাকে মহাত্রাসে।
আমার এক ইশারায়, ব্রত

অনুগত কসাই যতো,
এনে দিতে পারে মস্তক লক্ষ শত।
ভাসিয়ে দিতে পারি সারা দেশটাকে
বিনাশের স্রোতে, মহা উল্লাশে।
নেতা-নেত্রীর রয়েছে গভীর আস্থা
মোর ত্রাসাভিজ্ঞতার মহত্ত্বে,
তাইতো আমাকে কাছে টানে সবচেয়ে গুরুত্বে॥

আমি সন্ত্রাসের গডফাদার, আয়নাল সহস্রি
সহস্রবছর ধ'রে আমি সন্ত্রাসের মহর্ষি।
আমার আপন রাজ্যে আমি মুকুটবিহীন সম্রাট,
আমার একান্তদখলে বেগমগঞ্জের সব পথ ঘাট।
সংকেত পে'লে, সারা বাংলার শহর গ্রামের আলে,
বেধে ফেলতে পারি ত্রাসের ভয়ংকর জালে।
রাজনীতির সন্ত্রাসবাজীর দরিয়ায় -
তাইতো আমার চাহিদার তরি অবাধে পার পায়॥

আমরা রাজাকার -
ওয়াজ মাহফিলের ওপর ভর ক'রে ক'রে,
বাংলায় এখন আমাদের গুরুত্বঅপার;
সব মসজিদ দখলের করেছি আয়োজন,
মূর্খ মুসল্লীদের মগজের ভেতর,
ঢুকিয়ে দিয়েছি ধর্মের পয়োজন।
আর কিছুকাল যাক,
কাফেরীয় পার্লামেন্টের বদলে বাংলাস্থানীরা
মজলিসে শুরার গুরুত্ববুঝতে পাক;
আমরা তখন ধর্ম রাজ্যে
গরব বিশ্বে আবু আ'লার সাম্রাজ্য।
তাছাড়া নেতা-নেত্রীদের পাপ,
আমাদের মধ্যস্ততা ছাড়া,
বিধাতা কখনোই করবেন না মাফ;
তাইতো দিন যায় রাত যায় যতো,
রাজনীতির ধর্মীয় খেলার মাঠে
মোদের কদর বাড়ছে ততো॥

আমি প্রকোশলী আজ,
পানি বিদ্যুৎকৌশলে দিয়েছি মস্তবড় পাশ ।
তাই সবদলকেই দিতে পারি এ-আশ্বাস -
আমার কৌশলের প্রচন্ড তাপে,
কেটে যাবে সমস্যা ফারাক্কার ,
বাংগালি কাদবে না আর পানি বিদ্যুতাভাবে।
সমস্যা যদি দেখি ভারি
পাশের দেশে দিয়ে পারি
ভিক্ষা মেগে ভরে দেব প্রয়োজনের ঝুরি।
মুখে মুখে গালি দেব , কখনো যাবো তেড়ে;
ভেতরে ভেতরে দেব নমস্কার,

বাইরে বলবো, 'কাফের কোথাকার'!
পেলে নাগাল, দেবো তোদের মুন্ডি নেড়ে॥
আমার এ-দ্বৈত সত্ত্বার গুনে,
সব দলই প্রমত্ততা হয়ে,
ঘোরে আমার পেছনে পেছনে।

আমি প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবি নেতা,
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বান্দিক বস্তবাদ আর
ধর্ম-যে আফিম - এ- ত্রিবিধ-তত্ত্ব,
আমার মস্তকে ছিল পোতা।
তিন দশক পর শপথ নিয়েছি আজ,
বাংলাকে বানাবো
ধর্মীয়সমাজতান্ত্রিজাতিয়তাবাদী সমাজ।
ধর্মের সাথে সমাজতন্ত্রকে মিলানিয়া এমন জাদুকর
সারা বাংলা হন্য হয়ে খুজলে মিলবে নাকো আর।
নেতা- কর্মী বিপুল আগ্রহে তাই
আমাকে দলে ভেরাতে ঐক্যমত সবাই॥

তবে যে যাই করি ভাই,
আমাদের বিভিন্ন দলের -
আদর্শ আর উদ্দেশ্যে কিন্তু কোনোই প্রভেদ নাই।
ভাগাভাগিতে কম পরলে কাদা ছোড়াছুড়ি করি বটে
তবে, সবাই মিলে ঐক্যে থাকি যেনো জনবিপ্লব না ঘটে।
মাঝে মাঝে পরস্পরের নিন্দা করি বটে,
রাজনীতির নাট্যশালায় এ-হলেই নাটক জমে ওঠে॥
আমরা মূলত সবাই এক ,
মানি নাকো দলীয় আদর্শের বিভেদ;
একটি আদর্শই ঘিরে থাকে মোদেরে -
আমরা লুটবো দেশটাকে বাহিরে, অন্দরে।
আমরা চিরকালের নিমিত্তে ,
বাংলার রাজনীতির দর্শন এনেছি আয়ত্তে;
জানি, নীতি -দলনিষ্ঠা-লজ্জা- ভয় -
এ-চার থাকলে রাজনীতিতে পরাজয় নিশ্চয়।
নীতিশুন্য বংগীয় রাজনীতির মাঠে -
যতোদিন বাংগালিকে ঘুমিয়ে রাখা যাবে,
অধিকারঅচেতনার খাটে,
যতোদিন রাখা যাবে অভ্যস্ত উচ্ছিষ্ট ভোগে,
ততদিন চুষে নেবো বাংলার সব রক্ত নিঃশেষ সম্ভোগে।
তাই শপথ নিলাম আজ! আমরা থাকবো নীতিরিক্ত
ভোগশোষনের অবারিত দূর্নীতিতে হবো আজীবন সিক্ত।
জনতার অধিকার কেটে ছিড়ে করবো ফালা ফালা;
তাই দিয়ে গরবো মোদের সম্ভোগের মালা॥